তানযিম কায়িদাতুল জিহাদ ফি জাজিরাতুল আরব

ফিলিস্তিনী ভাইদের প্রতি সমর্থন ও সংহতি জানিয়ে বিবৃতি

আল্লাহ তা'আলা বলেন-

لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا

"অর্থঃ তুমি মানুষের মাঝে মুমিনদের ঘোরতর শত্রু পাবে ইহুদী ও মুশরিকদের"। (সূরা আল-মায়েদা ৫:৮২)

আমরা এই আয়াত সম্পর্কে অল্প কিছু আলোচনা করবো, যেন আমাদের ও ইহুদীদের মাঝে চলমান সংঘাতের প্রকৃতি ও হাকিকত উপলব্ধি করতে পারি এবং মুসলমানদের উপর তাদের বিদ্বেষ ও শত্রুতার কারণ সম্পর্কে জানতে পারি।

মুসলিমদের উপর নির্যাতনের ক্ষেত্রে তারাই অন্য সকল বাতিল গোষ্ঠী থেকে অগ্রগামী। আর ইহুদীদের এই শত্রুতা ও বিদ্বেষ ক্রমশ বেড়েই চলেছে। যার দরুন আজ তারা আমাদের ফিলিস্তিনী ভাইদের উপর পবিত্র রমযান মাসে, রমযানের শেষ দশকের মুবারক শেষ জুমআয়, আল-আকসার পবিত্র ভূমি এবং তৃতীয় পবিত্রতম মসজিদে, আমাদের প্রথম কিবলা ও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মি'রাজ-স্থল মসজিদুল আকসায় আক্রমণ করেছে। সেখানে তারা শাম ও তার অধিবাসীদের উপর অবর্ণনীয় নির্যাতন চালাচ্ছে, যারা আল্লাহর জমিনের উপর শ্রেষ্ঠতম ব্যক্তিত্বের অধিকারী এবং যে ভূমিতে আল্লাহ তা'আলা তাঁর সৃষ্টির সর্বোত্তম ব্যক্তিদের নির্বাচিত করে পাঠিয়েছেন। এই নির্যাতনের কারণ হল - ইহুদীরা এখানে – এই পবিত্র ভূমিতে তাদের ইহুদীকরণ প্রকল্প বাস্তবায়ন করতে চাচ্ছে।

ইহুদীরা তাদের আগ্রাসনের এই পর্যায়ে শেইখ জাররাহ অঞ্চলে বসবাসরত পরিবারগুলোকে উচ্ছেদ ও ধ্বংস করে সেখানে তাদের নিজেদের বসতি নির্মাণ করতে চাচ্ছে, যেন তারা এতদঞ্চলে নিজেদের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করতে পারে।

তারা সেখানে (মসজিদুল আকসা) ধ্বংসযজ্ঞ চালিয়েছে। তারাবীহ নামায আদায়রত অবস্থায়ই মুসল্লিদের উপর আক্রমণ করেছে। মসজিদুল আকসা ও তার মুসল্লিদের সম্মান নষ্ট করে, তাদেরকে হেয় জ্ঞান করে - মুসল্লি ও

ইতিকাফকারীদেরকে বের করে দিয়ে মসজিদ খালি করে দিয়েছে। রমযানের এই সময়, এই স্থান ও ইসলামের অন্যতম প্রতীক এই মসজিদের পবিত্রতার প্রতি কোন ভ্রুক্ষেপ তারা করেনি। মুসলমান, নামায আদায়কারী ও দুর্বলদের সম্মান-মর্যাদার প্রতিও কোনরূপ লক্ষ্য তারা রাখেনি।

এই হৃদয়বিদারক ও যন্ত্রণাদায়ক ঘটনাটি, আমাদের উপর তথা সমগ্র মুসলিম জাতির উপর এবং আমাদের ফিলিস্তিনী ভাইদের উপর – ইহুদীদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলা এবং দখলদারদের মুখোমুখি অবস্থানকে আবশ্যক করে তুলেছে। তাদেরকে সর্বাত্মকভাবে প্রতিরোধ করার দাবিকে আরও যৌক্তিক করে তুলেছে।

এই বিবৃতিতে আমরা আমাদের সাধ্যের সর্বোচ্চটুকু দিয়ে যে কোন উপায়ে দ্ব্যর্থহীনভাবে আমাদের ফিলিস্তিনী ভাইদের - সর্বাত্মক সহায়তা-সহযোগিতা ও তাদের পাশে থাকার ঘোষণা করছি। আমাদের মধ্যে অনেকসময় এই আকাঙ্ক্ষা জাগ্রত হয় যে, যদি আমরা আপনাদের মাঝে থেকে আপনাদের ও আমাদের পবিত্র ভূমিগুলোর রক্ষায় প্রতিরোধ-যুদ্ধে অংশগ্রহণ করতে পারতাম! যদি আমরা আমাদের সাধ্যানুযায়ী আপনাদের প্রতিরক্ষায় এগিয়ে আসতে পারতাম!! যদি আমরাও আমাদের সামর্থহীন অবস্থায় আপনাদের পাশে থেকে ইহুদীদের রক্ষক ও পৃষ্ঠপোষক কুফফারদের মাথা, আমেরিকার সাথে যুদ্ধ করতে পারতাম। এই সেই আমেরিকা যার সহায়তা ও পৃষ্ঠপোষকতা না পেলে ইহুদীরা এমন দুঃসাহস দেখানোর সাহস কখনোই পেতো না।

আমরা ফিলিস্তিনী ভাইদেরকে ইহুদীদের বিরুদ্ধে কঠোর আন্দোলন ও আত্মোৎসর্গের আহবান জানাচ্ছি। এমন আন্দোলন গড়ে তোলার আহবান করছি, যা কোন দরকষাকষিকে মেনে নেবে না এবং দ্বিজাতি তত্ত্বেও সম্মত হবে না। এমন প্রতিরোধ সৃষ্টি করতে হবে, যা আল-আকসার উপত্যকায় ইহুদীদের রক্ত প্রবাহিত করবে। আর আপনি সশস্ত্র জিহাদ ও শক্তি প্রয়োগ ছাড়া এর বিকল্প কোন পথ-পন্থাও খুঁজে পাবেন না।

তাদের বিরুদ্ধে এমন দুর্বার আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে, যেখানে তাদের লাগাম টেনে ধরা হবে এবং তাদের পালানোর ইতিহাস রচিত হবে। আপনারা আপনাদের পূর্বসূরি মুহাম্মাদ আল-হালাবি, বাসিল আল-আরাজ, আয়াত আল-আখরাস, মুনতাসির সালাবি, আহমাদ জাররার ও উমর আবু লায়লার দেখানো পথ অনুসরণ করুন। তারা আমাদের এমন পথ মহিমান্বিত পথ দেখিয়ে গিয়েছেন যে পথে চলার অনুপ্রেরণা আসে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার এই আয়াত থেকে -

إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ وَالْقُرْآنِ وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ (111)

"অর্থঃ নিশ্চয় আল্লাহ কিনে নিয়েছেন মুমিনদের থেকে তাদের জান ও মাল, জান্নাতের বিনিময়ে। তারা যুদ্ধ করে আল্লাহর পথে, অতঃপর তারা (কাফেরদের) হত্যা করে এবং নিজেরাও নিহত হয়। তাওরাত, ইনজিল ও কুরআনে তিনি এ সত্য প্রতিশ্রুতিতে অবিচল। আর কে আছে, আল্লাহর চেয়ে অধিক প্রতিশ্রুতি রক্ষাকারী? সুতরাং তোমরা তাঁর সাথে যে লেনদেন করেছো, সে জন্য আনন্দিত হও। আর এটাই মহাসাফল্য"। (সূরা আত-তাওবা ৯: ১১১)

এবং আমাদের প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর এই হাদিস-

للشهيد عند اللهِ سِتُّ خِصَالٍ: يُغْفَرُ لَهُ فِيْ أَوَّلِ دَفْعَةٍ، وَيَرَى مَقْعَدَهُ مِنَ الْجَنَّةِ، وَيُجَارُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، وَيَأْمَنُ مِنَ الْفَزَعِ الْأَكْبَرِ، وَيُوْضَعُ عَلَى رَأْسِهِ تَاجُ الوَقَارِ، اَلْيَاقُوْتَةُ مِنْهَا خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيْهَا، وَيُزَوَّجُ اِثْنَتَيْنِ وَسَبْعِيْنَ زَوْجَةً مِنَ الْحُوْرِ الْعِيْنِ، وَيَشْفَعُ فِيْ سَبْعِيْنَ مِنْ أَقَارِبِهِ.

"অর্থঃ শহীদের জন্য রয়েছে ৬টি বিশেষ মর্যাদা -

১. প্রথমেই তার সকল গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হবে,

২. সে জান্নাতে তার স্থান অবলোকন করবে,

৩. জাহান্নামের আযাব থেকে তাকে মুক্তি দেয়া হবে,

৪. (কিয়ামতের) বিভীষিকাময় মুহূর্তে সে নিরাপদ থাকবে,

৫. তার মাথায় সম্মানজনক এমন মুকুট পরিয়ে দেয়া হবে, যার একেকটি মুক্তা দুনিয়া ও দুনিয়াস্থ তাবৎ জিনিস থেকেও উত্তম এবং

৬. জান্নাতের বাহাত্তরজন হুরের সাথে তাকে বিবাহ করিয়ে দেয়া হবে। এবং তার আত্মীয়-স্বজনদের মধ্য থেকে ৭০জনের জন্য সে সুপারিশ করার ক্ষমতা লাভ করবে"। (তিরমিযী, হাদিস নং- ১৬৬৩)

ফিলিস্তিনের শহীদ কবি আবদুল রহিম মাহমুদের ভাষায় -

আমি আমার আত্মাকে হাতে ধারণ করবো,

এরপর সেটাকে মৃত্যু উপত্যকায় নিক্ষেপ করবো।

মানুষ দুই অবস্থার ভিন্ন কিছু নয় -

এমন জীবন যা কোন বন্ধুকে খুশি করে,

অথবা এমন মৃত্যু যা শত্রুর ক্ষতি সাধন করে।

আমরা আপনাদের এমন ইন্তিফাদার আহবান জানাচ্ছি যেটা অসলো চুক্তিকে অস্বীকার করে। এমন ইন্তিফাদা যেটা ইরানকে নাক গলানোর কোন সুযোগ দিবে না। এমন ইন্তিফাদা যেটা বিশ্বাসঘাতক আরব শাসক ও তাদের অনুসারীদের উপর নির্ভর করবে না। এমন ইন্তিফাদা যেটা আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় এবং জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের মতামতের কোন তোয়াক্কা করবে না। এই নিরাপত্তা পরিষদ পশ্চিমাদের রক্ষাকবচ মাত্র। তুর্কী ও অন্যান্য দুর্দশাগ্রস্ত ধর্মবিদ্বেষী রাষ্ট্রগুলোকেও এই আন্দোলনে হস্তক্ষেপের কোনো সুযোগ দিবেন না। নচেৎ নানা প্রত্যাশা আর বিভিন্ন রাষ্ট্রের নিন্দাতেই ফিলিস্তিনের জনগণ অসচেতন হয়ে পড়বে ও তাদের ক্রোধ প্রশমিত হয়ে যাবে।

সুতরাং, ইহুদীদের উপর আক্রমণ চালান। বোমা, গ্রেনেড/রকেট, আগ্নেয়াস্ত্র, ছুরি-চাকু, পাথর ইত্যাদি যা পান তাই দিয়ে ইহুদীদের প্রতিহত করুন। ছুরি-বিপ্লবকে আধুনিকায়ন করুন। এজন্যই আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَلَوْلا دَفْعُ اللّٰهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللّٰهِ كَثِيرًا وَلَيَنْصُرَنَّ اللّٰهُ مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ (40)

“অর্থঃ আল্লাহ যদি মানবজাতির একদলকে অপর দল দ্বারা প্রতিহত না করতেন, তবে সন্ন্যাসীদের আশ্রমগুলো, গির্জাগুলো, ইহুদীদের উপাসনালয় এবং মসজিদসমূহ বিধ্বস্ত হয়ে যেতো; যেখানে আল্লাহর নাম অধিক স্মরণ করা হয়। আল্লাহ নিশ্চয় তাদের সাহায্য করবেন, যারা আল্লাহকে সাহায্য করে। নিশ্চয়ই আল্লাহ অতীব শক্তিধর, পরাক্রমশালী।” (সূরা হজ্জ ২২: ৪০)

আমরা এই বিবৃতিতে ইসলামী বিশ্বের সর্বস্তরের মুসলমানদেরকে আহবান জানাচ্ছি, আপনারা আমাদের ফিলিস্তিনী ভাই-বোন ও পবিত্র ভূমিসমূহের সুরক্ষায় এগিয়ে আসুন। ফিলিস্তিনীদের সহায়তায় এবং ইসরাইলী দুশমনদের প্রতিশোধের অংশ হিসেবে এশিয়া, আমেরিকা, ইউরোপ ও আফ্রিকাসহ সারাবিশ্বের ইহুদী স্থাপনা ও দূতাবাসগুলোতে আক্রমণ করুন। কারণ, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন-

مَا مِنْ اِمْرِئٍ يَخْذُلُ اِمْرَأً مُسْلِمًا فِيْ مَوْضِعٍ تَنْتَهِكُ فِيْهِ حُرْمَتُهُ، وَيَنْتَقِصُ فِيْهِ مِنْ عِرْضِهِ، إِلَّا خَذَلَهُ اللّٰهُ فِيْ مَوْطَنٍ يُحِبُّ فِيْهِ نُصْرَتَهُ، وَمَا مِنْ اِمْرِئٍ يَنْصُرُ مُسْلِمًا فِيْ مَوْضَعٍ يَنْتَقِصُ فِيْهِ عِرْضُهُ، وَيَنْتَهِكُ فِيْهِ مِنْ حُرْمَتِهِ، إِلَّا نَصَرَهُ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ فِيْ مَوْطَنٍ، يُحِبُّ فِيْهِ نُصْرَتَهُ. (رواه أبو داود، رقم: 4884)

অর্থঃ যে ব্যক্তি কোন মুসলিমকে এমন স্থানে পরিত্যাগ করে চলে যায়, যেখানে তার মর্যাদা ভূলুণ্ঠিত হয় ও সম্মানহানি হয়, তাহলে আল্লাহ তা'আলাও তাকে পরিত্যাগ করেন এমন স্থানে, যেখানে সে সহায়তা কামনা করে। আর যে ব্যক্তি

কোন মুসলিমকে সম্মান ও মর্যাদাহানির ক্ষেত্রে সহায়তা করবে, আল্লাহ তা'আলা তাকে তার কাঙ্ক্ষিত জায়গায় সাহায্য করবেন। (আবু দাউদ, হাদিস নং- ৪৮৮৪)

وأخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين

তানযিম কায়িদাতুল জিহাদ ফি জাজিরাতুল আরব

(আল-কায়েদা আরব উপদ্বীপ শাখা)

রমযান ১৪৪২ হিজরি - মে ২০২১ ঈসায়ী

****

অনুবাদ ও প্রকাশনা